রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ১২, ২০১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ই অক্টোবর, ২০১০/২৭শে আশ্বিন, ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১১ই অক্টোবর, ২০১০ (২৬শে আশ্বিন, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১০ সনের ৫৭ নং আইন

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করিবার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করিবার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন বিয়য়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "চেয়ারম্যান" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(২) "ট্রাস্ট" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট;

(৩) "তহবিল" অর্থ ধারা ১৫ এ উল্লিখিত 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল';

(৪) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৫) "ট্রাস্টি বোর্ড" অর্থ এই আইনের ধারা ৯ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(৬) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৭) "সদস্য" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অথবা কারিগরি কমিটির সদস্য;

(৮) "কারিগরি কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কারিগরি কমিটি।

৩। **ট্রাস্ট গঠন**।—(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার এই আইনের বিধান অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করিবে।

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ট্রাস্টের কার্যালয়**।—(১) ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **ট্রাস্টের লক্ষ্য**।—ট্রাস্টের লক্ষ্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণের বা জনগোষ্ঠীর খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(খ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষ, জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৬। **ট্রাস্টের উদ্দেশ্য**।—ট্রাস্টের উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) সরকারের উন্নয়ন বা অনুন্নয়ন বাজেটের বাহিরে বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এই ট্রাস্ট্রের তহবিল ব্যবহার করা;

(খ) জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(গ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন (Adaptation), প্রশমন (Mitigation), প্রযুক্ত হস্তান্তর (Technology Transfer) এবং অর্থ ও বিনিয়োগ (Finance and Investment) এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক গবেষণা (Action Research) করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে উপযুক্ত বিস্তার (dissemination) সহ বা পাইলট কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(ঙ) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং ক্ষতিগ্রস্ততা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর ভিত্তিতে কর্মসূচী বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(চ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট (Climate Change Unit) সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জলবায়ু পরিবর্তন সেল (Climate Change Cell) বা ফোকাল পয়েন্ট (Focal Point)-কে কার্যকর ভূমিকা রাখিতে সহায়তা করা;

(ছ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা;

(জ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী কার্যক্রমে সহায়তা করা।

৭। **প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন**।—জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের অর্থ দ্বারা নিম্নরূপ প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকারের চলমান উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন কর্মসূচীর অতিরিক্ত হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়নকল্পে ট্রাস্টের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হইবে;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ বেসরকারি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা সংস্থা এ সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী প্রণয়ন করে ট্রাস্টি বোর্ডে দাখিল করিবে;

(গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়. বিভাগ বা সংস্থা কর্তৃক এ সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change) সংক্রান্ত গাইডলাইন অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে এবং ট্রাস্টি বোর্ডের নির্দেশ পালন করিয়া প্রকল্প বা কর্মসূচী তৈরী করা হইবে;

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য অভিযোজন (Adaptation), প্রশমন (Mitigation), প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) এবং অর্থ ও বিনিয়োগ (Finance and Investment) এর জন্য ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসারে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে;

(ঙ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণায় ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইবে; এবং

(চ) টেকসই দুর্যোগ পুনরুদ্ধার (sustainable disaster recovery) এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস (disaster risk reduction) করিবার লক্ষ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ বা ট্রেনিং ইত্যাদির আয়োজনে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার অনুসরণে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে।

৮। **প্রশাসন ও পরিচালনা**।—ট্রাস্টের সার্বিক পরিচালনা ও প্রশাসন ধারা ৯ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৯। **ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন**।—(১) ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(ঘ) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(ঙ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(চ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(ছ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(জ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(ঝ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(ঞ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(ট) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;

(ঠ) গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক;

(ড) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

(ঢ) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

(ণ) সরকার কর্তৃক মনোনীত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দুইজন বিশেষজ্ঞ;

(ত) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বা গঠিত ইউনিট ট্রাস্টি বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর (ণ) নং ক্রমিকে উল্লিখিত মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) শুধুমাত্র সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। **ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলী**।—ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) ট্রাস্টের কার্যক্রম সার্বিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 বাস্তবায়নের জন্য ট্রাস্টের তহবিলের সর্বোচ্চ শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থ ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী অনুমোদন এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মোট তহবিলের সর্বোচ্চ শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থ এবং জমাকৃত শতকরা ৩৪ ভাগ অর্থ হইতে সুদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচীর অনুকূলে ছাড়করণ;

(গ) তহবিলের জমাকৃত অবশিষ্ট শতকরা ৩৪ ভাগ অর্থ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) ট্রাস্টের তহবিলের অর্থে গৃহীতব্য প্রকল্প বা কর্মসূচী বাস্তবায়নে নীতিনির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা ও প্রকল্প বা কর্মসূচীর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;

(ঙ) দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থায়ন এবং বাজেট পরিকল্পনা সম্পর্কে কারিগরি কমিটিকে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(চ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিকারের ব্যবহারিক গবেষণা (action research) পরিচালনায় কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুমোদন;

(ছ) সরকারের অর্থায়ন ব্যতীত অন্যান্য উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন দাতা দেশ বা সংস্থার সাথে যোগাযোগ, অর্থায়ন প্রাপ্তির উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) সামগ্রিক মূল্যায়ন টিম গঠন (Evaluation Team) এবং প্রতি বৎসর ন্যূনতম একবার মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিমার্জন ও অনুমোদন;

(ঝ) কারিগরি কমিটির সুপারিশক্রমে গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচীর সমস্যা নিরসন এবং এ লক্ষ্যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপ-এর আয়োজনের প্রস্তাব অনুমোদন;

(ঞ) প্রকল্প বা কর্মসূচীসমূহ কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান;

(ট) গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচী বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানকল্পে নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঠ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(ড) এই ধারার অধীনে কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য করা;

(ঢ) কোন আর্থিক বৎসরে যথাযথ প্রকল্প বা কর্মসূচী প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ সম্ভব না হইলে অব্যবহৃত অর্থ তহবিলে স্থানান্তরকরণ;

(ণ) ট্রাস্টি বোর্ডের প্রয়োজনে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ;

(ত) সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে তাহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১১। **ট্রাস্টি বোর্ডের সভা**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) ন্যূনতম প্রতি তিন মাসে একবার অথবা চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৫) ট্রাস্টি বোর্ডের সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) ট্রাস্টি বোর্ডের সভার প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১২। **কারিগরি কমিটি**।—(১) ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, যিনি উহার আহ্বায়কও হইবেন;

(খ) যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়;

(গ) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন সেল-এর প্রতিনিধি বা ফোকাল পয়েন্ট;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং-এর প্রতিনিধি;

(চ) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রতিনিধি;

(ছ) পরিবেশ অধিদপ্তর-এর দুইজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি (পরিচালক, কারিগরি);

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রকল্প বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠান/এনজিও/বিশেষজ্ঞ-এর দুইজন প্রতিনিধি;

(ঝ) Centre for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS)-এর একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) বন বিভাগের একজন প্রতিনিধি;

(ট) উপ-সচিব (পরিবেশ-১), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বা গঠিত ইউনিট কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর (জ) নং ক্রমিকে উল্লিখিত মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

১৩। **কারিগরি কমিটির কার্যাবলী**।—করিগরি কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বার্ষিক বাজেট, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

(খ) ট্রাস্টের অর্থ দ্বারা গৃহিতব্য প্রকল্প বা কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ও নীতিমালা প্রস্তুতকরণে ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা দান;

(গ) গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানকল্পে নীতিমালা প্রণয়নে ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা দান;

(ঘ) ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত কর্মসূচী বা প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও সুপারিশকরণ;

(ঙ) যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত প্রয়োজনে উপযুক্ত সাব-কমিটি গঠন;

(চ) ট্রাস্টি বোর্ডের চাহিদা অনুসারে সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা দান;

(ছ) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন; এবং

(জ) কারিগরি কমিটির প্রয়োজনে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ।

১৪। **কারিগরি কমিটির সভা**।—(১) কারিগরি কমিটির সভা, আহ্বায়কের সম্মতিক্রমে আহ্বান করা যাইবে এবং আহ্বায়ক কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কারিগরি কমিটির আহ্বায়ক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্তের বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ডকে অবহিত রাখিতে হইবে এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ থাকিলে কমিটি তা অনুসরণ করিবে।

১৫। **ট্রাস্টের তহবিল**।—(১) 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল' নামের ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় বাজেট হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) সরকার অনুমোদিত দাতা দেশ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) সরকার অনুমোদিত দেশী ও বিদেশী উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) তহবিলের বিনিয়োগ হইতে আহরিত অর্থ;

(ঙ) সরকার অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিল ট্রাস্টের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উঠানো যাইবে।

(৩) প্রত্যেক বৎসর সরকারী অনুদান হইতে সর্বোচ্চ শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রকল্পে বা কর্মসূচীতে ব্যয় করা যাইবে এবং ন্যূনতম শতকরা ৩৪ ভাগ এবং অব্যায়িত অর্থ তহবিলে জমা হইবে।

(৪) তহবিলে জমাকৃত অর্থের মুনাফা বা অর্জিত সুদ হইতে মানসম্পন্ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হইবে।

(৫) তহবিল হইতে ট্রাস্টের প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহ করা হইবে।

১৬। **ব্যাংক হিসাব**।—(১) ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ব্যাংক হিসাব খোলা হইবে এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হইবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পাদিত হইবে।

১৭। **বাজেট**।—ট্রাস্ট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী (ট্রাস্ট সংক্রান্ত) সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ট্রাস্টের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৮। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) ট্রাস্ট উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

(৪) প্রতি আর্থিক বৎসর শেষ হইবার সংগে সংগে ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত অর্থ বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৫) সরকার প্রয়োজনমত ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট হইতে যে কোন সময়ে উহার যে কোন কাজের প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। **ব্যবস্থাপনা পরিচালক**।—(১) ট্রাস্টের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকার কর্তৃক নিয়ুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) ব্যাবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি—

(ক) ট্রাস্টি বোর্ড এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদন করিবেন;

(গ) ট্রাস্টের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত ব্যবস্থপনা পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

২০। **ক্ষমতা অর্পণ।**—ট্রাস্টি বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে এবং নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য, বা অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

২১। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।**—এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজকর্মের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভবনা থাকিলে তজ্জন্য ট্রাস্টি বোর্ড বা কোন সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা দায়ের বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ট্রাস্টি বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদন এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসাঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রধান্য পাইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd